নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্য গভীরাত্মা নানাশক্ত্যুদয়ো নব ইত্যাদি। স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটি-সমপ্রভম্॥ চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতমিত্যাদি। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগ-প্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ। ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥ হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ। সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ॥ রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাৎ ব্যাপকঃ পরঃ॥ রসবৎ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাৎ রসরূপকমিতি। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বিচারিত ইত্যাদি॥ মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥ আশ্লোষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥ ইত্যাদ্যপি। কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসন-শাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি বিশেষঃ কশ্চিজ্‌জ্ঞেয়ঃ। জীবনিরূপণঞ্চেদং ন ঘটন্তে উদ্ভব ইত্যনুসারেণোপাধিসহিতমেব কৃতম্। নিরূপাধিকন্তু, বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তি রিষ্যতে॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ। তথা, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীব-ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ইতি চ গীতানুসারেণ। তথা, যৎ ঘটস্যন্ত ছিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাৎ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যত ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্॥ ১১॥ ২॥ হরির্যোগেশ্বরো নিমিম্॥ ১৯৮॥

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবতসৎস্ব মূর্চ্ছিতকষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ। ভাগবত-সন্মাত্রভেদাশ্চ তৎসন্মাত্রভেদেষু অর্চ্চায়ামেব হরয়ে ইত্যাদিনা তত্তৎগুণাবি-র্ভাবতারতম্যাৎ লব্ধতারম্যাঃ কতিচিৎ দর্শিতাঃ। অথ সাধারণতারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ। তত্রাবরং মিশ্রভক্তিসাধকমাহ ত্রিভিঃ—কৃপালুরকৃতদ্রোহ-স্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্। সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ। কামৈরহ-তধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো মিতভুক্‌শান্ত স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ। অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ১৯৯॥

পূর্ব্ববর্ণিত সকল লক্ষণের সাররূপ উত্তম ভাগবতের অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন। সাক্ষাৎ শ্রীহরিই যাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না অর্থাৎ শ্রীহরি যাহার হৃদয়ে অনবরত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কখনও তাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না—যে শ্রীহরি অবশে অর্থাৎ অনমুসন্ধানেও কীর্ত্তিত হইলে নিখিল পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন। কেন ত্যাগ করেন না? যেহেতু প্রেমরজ্জুতে হৃদয়ে তাহার চরণকমল বাঁধা হইয়াছে। অতএব,